

জাতীয় পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতা বনাম জাতীয় উন্নয়ন

আ হ সান মো হা ম্ম দ

পশ্চিমবঙ্গের একটি বাংলা টিভি চ্যানেল কৌতুকের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। ২৫০০০ প্রতিযোগীর মধ্য থেকে ২৫ জনকে বাছাই করে তাদের মধ্যকার কৌতুকের প্রতিযোগিতা টিভিতে প্রচার করা হয়। ২৫ জন থেকে প্রতি রাউন্ডে এক জন করে বাদ পড়তে পড়তে শেষে ঠেকে তিনজনে। তাদের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হয়। সপ্তাহে তিন দিন প্রচারিত হওয়া এ অনুষ্ঠানটির জন্য আমরা পুরো পরিবার সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকি। গত ২৭শে এপ্রিল অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি পর্যায়ে অ্যাংকর ঘোষণা করলেন, অনুষ্ঠানটিতে কৌতুক পরিবেশন করতে বাংলাদেশ থেকে একজন কৌতুকাভিনেতা এসেছেন। ভদ্রলোকের নাম ঘোষণা করা হলে তিনি স্টেজে এসে জানালেন যে, তিনি মূলতঃ একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। তার পর তিনি যে কৌতুকটি বললেন তা নিম্নরূপঃ

একটি প্লেন উড়ে চলেছে। প্লেনে যাচ্ছে তিন বন্ধু, তিনজনই জানালার ধারে বসেছে। প্রথম বন্ধু জানালা দিয়ে হাত বের করে বললো, আমরা এখন সাইবেরিয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছি। পাইলটকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে সে সময় প্লেনটি সত্যি সত্যিই সাইবেরিয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। সকলে জানতে চাইলো কিভাবে এতো উপর থেকে সে বুঝতে পারলো যে প্লেন সাইবেরিয়ার উপর দিয়ে উড়ছে? সে বললো, তার হাতে লাগা বরফ দেখে সে বুঝেছে। এভাবে দ্বিতীয় বন্ধু হাত বের করে দিয়ে বললো যে প্লেন প্যারিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে। দেখা গেল তার কথাও ঠিক। সে বুঝতে পেরেছে কারণ তার হাত আইফেল টাওয়ারের চূড়া ছুয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় বন্ধু হাত বের করে দিয়ে বললো যে প্লেন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলিস্তান এলাকা দিয়ে যাচ্ছে। সকলে অবাক হলো কারণ ঢাকায় খুব উচু কোন টাওয়ার নেই। কিভাবে বুঝলো যে প্লেন ঢাকার উপর দিয়ে যাচ্ছে জানতে চাইলো সে বললো, প্লেনের জানালা দিয়ে হাত বের করতেই তার হাতের ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে।

দেশের বাইরে গিয়ে এভাবে নিজ দেশকে হেয় করার মত কাজ অন্য কোন দেশের নাগরিকরা করবেন কিনা সন্দেহ। কেউ যখন নিজ জাতিকে চোর হিসাবে অভিহিত করেন, তখন তিনি নিজের সম্মানটুকুও তো রাখেন না, কেননা তিনি তো জাতির বাইরের কেই নন। কিন্তু তারপরও আমরা অহরহ কাজটি করে থাকি। দেশে কিংবা প্রবাসে, বিদেশীদের দেখা পেলে আমরা মন খুলে দেশের বদনাম করি। এজন্য উক্ত ভদ্রলোককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি একজন সাধারণ নাগরিক। আমাদের দেশের বিশিষ্টজনেরা দেশকে হেয় করার কাজটি রীতিমত পাল্লা দিয়ে নিরলসভাবে করে চলেছেন। বিশ্বায়নের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হচ্ছে, আমরা ততো বেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছি বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাথে। সে সকল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জাত্যাভিমান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং জাতীয় পরিচয় নিয়ে যারা হীনমন্যতায় ভোগে তারা জাত্যাভিমান সম্পন্নদের সাথে কোনভাবেই পেরে ওঠে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক ধরণের অহং বোধ থাকে, কিছু বিষয়কে তিনি নিজের ভাবেন এবং নিজেকে কিছু মানুষের একজন মনে করেন। যাদেরকে তিনি নিজের ভাবেন এবং নিজেকে যাদের একজন মনে করেন তাদের জন্য অতি স্বার্থপর মানুষও কিছু আত্মত্যাগ করেন। একটি জনগোষ্ঠীকে নিজের মনে করার কারণেই মুক্তিযোদ্ধারা জাতির জন্য অকাতরে জীবন দিতে পারে।

নিজ জাতিকে নিয়ে গর্ব করার পরিবর্তে তাকে হেয় করার প্রবণতা আমাদের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়গুলোর একটি। এ ধরনের মানসিকতার কারণে আমরা নিজেকে জাতির একজন হিসাবে মনে করতে ও পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত থাকি। এর ফলে সব থেকে ক্ষতি হয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টগণের দ্বারা। বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সরাসরি কাজ করেন কুটনীতিকেরা। বাংলাদেশের কুটনীতিকদের অধিকাংশের মধ্যে হীনমন্যতার রোগটি অতি প্রবল। ফলে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর নিকট থেকে আমাদের স্বার্থ আদায়ে তাদেরকে খুব কমই সফল হতে দেখা যায়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৩৭ বছর। অথচ, এতোদিন পর এখন আমরা জানতে পারছি ভারতে পৃথিবীর মাত্র দুটি দেশের বিনিয়োগ নিষিদ্ধ, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। তাহলে এই ৩৭ বছর ধরে আমাদের যে সকল কুটনীতিক উক্ত দেশটিতে কাজ করেছেন, যে সকল বাণিজ্য প্রতিনিধিদল উক্ত দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং বানিজ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে সকল কর্মকর্তা উক্ত ডেস্কে নিয়োজিত ছিলেন তারা কি করেছেন? মধ্যপ্রাচ্যের ধনী মুসলিম দেশগুলো শুধু পাশ্চাত্য নয়, ভারতেরও বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস। দেশগুলো ভারতের প্রধান শ্রম ও পণ্য বাজার। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি দেশটির আচরণ যে ধরনের বৈষম্য ও নীপিড়নমূলক তাতে এ রকম আর্থিক ও বাণিজ্য সুবিধাপ্রাপ্তি অস্বাভাবিক বৈকি। এক্ষেত্রে দেশটির পররাষ্ট্র বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তারা সর্বদা চেষ্টা করে মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের একটি ইসলামী রূপ প্রচার করতে। এ জন্য হজ্বের সময়ে মিনা এলাকা ভারতীয় পতাকায় ছেয়ে দেয়া হয়। অথচ, সেখানে বাংলাদেশের একটি পতাকাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর দেশে দেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের দুরবস্থার পিছনে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর নিষ্ক্রিয় ভূমিকাকেই প্রবাসীরা সবথেকে বেশী দায়ী করেন। এই নিষ্ক্রিয়তার পিছনে জাতিকে নিয়ে আমাদের কুটনীতিকদের হীনমন্যতা বহুলাংশে দায়ী। একেতো বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিতেই তাঁদের মাথা কাটা যায়, তার উপর এসব ‘নিম্ন শ্রেণীর লেবারদের’ জন্য দেন-দরবার করলে তাদের সম্মান কোথায় থাকবে? পাশ্চাত্য মিডিয়ায় বাংলাদেশকে মৌলবাদী, জঙ্গীবাদী, ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসাবে প্রচারণা চালালে সে সকল দেশে অবস্থিত আমাদের দূতাবাসগুলো যে শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে তা নয়, বরং এক সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বই ছাপিয়ে বাংলাদেশকে মৌলবাদী হিসাবে পরিচিত করার পদক্ষেপও হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে যে সরকারের বাণিজ্য ও শুল্ক নীতির কারণে দেশীয় শিল্প মার খাচ্ছে। দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ নিয়ে বিদেশী কোম্পানীগুলোর সাথে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা এবং তাতে দেশের স্বার্থহানির বিষয়টিও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। দুর্নীতির পাশাপাশি দেশকে নিয়ে হীনমন্যতার বিষয়টিও এর পিছনে কাজ করে থাকে।

বিশ্বায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপর কোন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এখানে আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে জাত্যাভিমান ও জাতিকে নিয়ে স্বপ্ন থাকা না থাকার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য উত্তোরোত্তর বাড়ছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাণিজ্য ঘাটতি। যেখানে নিজ জাতিকে নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগা বাংলাদেশের ব্যবসায়ী বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন করে ভারতে রফতানী করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিবেন না, সেখানে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ভারতীয় ব্যবসায়ী চাইবেন না এ দেশ থেকে কোন পণ্য তার দেশে ঢুকুক। একই কারণে আমাদের আকাশকে আমরা দেশটির জন্য পুরোপুরি খুলে দিয়েছি যদিও সে দেশে আমাদের কোন টিভি চ্যানেল দেখানো হয় না। সাধারণ জনগণের মধ্যে জাতীয় পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতার কারণে যাদের সামর্থ্য আছে তারা বাংলাদেশী পণ্য সযত্নে পরিহার করছে। ক্রেতা বাংলাদেশী পণ্য কিনছে না, ব্যবসায়ী তার অর্থ পণ্য উৎপাদনে না ব্যয় করে বিদেশী পণ্য আমদানী করছেন, সরকার এমন সব আইন কানুন বানাচ্ছে যাতে দেশের পণ্য দেশের মাটিতে টিকতে না পারে। এখানে একটি কৌতুহলোদ্দীপক বৈপরীত্য রয়েছে। বিগত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে

জাতীয় পরিচয় খুঁজে পাওয়ার মত আচার, অনুষ্ঠান ও দিবস পালনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দিবস আর মেলার দেশপ্রেম শপিং মলগুলোর দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না।

জাতিকে নিয়ে হীনমন্যতার রোগের কারণে ফলে আমরা বিদেশীদের সার্টিফিকেটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। সরকার ব্যর্থ না সফল তার সার্টিফিকেট নিতে হবে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে কিংবা আমেরিকা ও বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে। আমরা মনে করি ওরা সব দেবতা। ওরা কখনও নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করে না, ওরা কখনও পক্ষপাতিত্ব করে না। আমরা ভুলে যায় যে, এসব দেবতারাই আমাদেরকে অন্যায় ভাবে শত শত বছর পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ রেখেছে, আমাদেরকে শোষণ করেছে, আমাদের শিল্পকে নির্মম হাতে ধংস করেছে, আমাদের বীরদেরকে হত্যা করেছে। আমরা ভুলে যায় যে, ওরা টাকার জন্য একটা স্বাধীন দেশ দখল করে সেখানে গনহত্যা চালিয়েও একথা প্রচার করতে পারে যে, ওরা তাদেরকে মুক্ত করেছে। এই সার্টিফিকেটের বিষয়টি আমাদের অনেক দূরবস্থার জন্য দায়ী। সার্টিফিকেট নেবার জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর চাপে আমরা আমাদের বাজারকে একতরফাভাবে ইন্ডিয়ায় জন্য খুলে দিয়েছি। অথচ, আমাদের দু'একটি পণ্য ইন্ডিয়ায় বাজার পাওয়া শুরু করতেই তারা কয়েকগুন কর বসিয়ে, নানা ধরণের মামলা করে সেগুলিকে বন্ধ করে দেয়। সার্টিফিকেটের ভয়ে আমরা কিছু বলতেও পারি না। তবে বিষয়টি অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের ক্ষেত্রে। কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র ও ঋণদাতা সংস্থার ইশারায় দেশ চালানোর ব্যাপারে তারা আর কোন রাখটাক করছেন না। অথচ, ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের প্রথম ৮ মাসে যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ দেশে এসেছে তার বিশগুণ টাকা দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। ঋণদাতাদেরকে আমরা অবলীলাক্রমে দাতা বলে প্রচার করি এবং তাদেরকে সম্ভ্রষ্ট করতে হেন কাজ নেই যা সরকার করে না। কিন্তু বিশগুণ বেশী অর্থ প্রেরণকারী প্রবাসীদের দুর্দশা লাঘবে সরকারের কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না।

যেহেতু নিজ জাতিকে নিয়ে গর্ব করার কিছু আমরা পাই না, তাই আমাদের দেশের নেতিবাচক দিকের প্রতিই আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বেশী থাকে। আমাদের সাংবাদিকগন নেতিবাচক দিকগুলি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখেন এবং পত্রিকাগুলি তা বড় হেডিং দিয়ে প্রকাশ করে। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের মতামত, উপদেশ ও সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমাদের সাংবাদিকগণ কিভাবে তাঁদেরকে ছেকে ধরেন, টিভি চ্যানেলগুলোর কল্যাণে তা আমরা অহরহ দেখে থাকি। এনজিও ও অন্যান্য বিদেশী অর্থ ভিক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের পশ্চাদপদতাকে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করে বিদেশীদের কাছে উপস্থাপন করে যে উদার, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিমুক্ত, উদ্যমী ও প্রগতিশীল এ জাতিটি বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়ে যায় গোড়া, সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসী ও অকর্মণ্য একটি জাতি হিসাবে।

নিজ জাতিকে নিয়ে গর্ব করতে না পারা ও বাংলাদেশ যে কোনদিন উন্নতি করতে পারে সে বিশ্বাস না থাকার প্রভাব পড়ে থাকে রাজনীতি এবং শিল্প, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে। নিজ দেশকে নিয়ে হীনমন্যতা ও হতাশার কারণে আমরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সবসময় নেতিবাচক আবেগ দ্বারা তাড়িত হই। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় আমরা 'অমুককে ঠেকাও', 'তমুককে ঠেকাও' জাতীয় জ্বরে আক্রান্ত হই। ফলে, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিপরায়ন সাবেক আমলা, অযোগ্য স্ত্রী, কন্যা, পুত্র - এদেরকেই আমরা নির্বাচিত করে আনি। আমাদের নিকট দেশের চেয়ে দল ও দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে দেখা দেয়। কর্মীরা নেতাদের মানবিক গুনাবলী নিয়ে আর মাথা ঘামাবার সময় পায় না, তাদের সামনে দেশেরই অন্য দল বা ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে তাদেরকে এক ধরনের জিঘাংসার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। রাজনীতি চলে যায় উগ্র অসহিষ্ণু ও নিম্ন নৈতিক মানের লোকদের হাতে। একই কারণে ছোট খাটো পুরস্কারের দামে আমাদের সৃজনশীল মানুষেরা বিক্রি হয়ে যান।

জীবনযাত্রার ব্যয় উন্নত দেশগুলোর থেকে অনেক কম হওয়ায় আমাদের আমলা, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী ইত্যাদি সুশীলদের অতি অল্প দামে কিনে নেয়া যায় এবং তাদেরকে দেশে বিক্রয় করে ব্যবহার করা যায়। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও উপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ একবার বলেছিলেন, আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের জন্য বিদেশী পুরস্কার পাবার প্রধান শর্ত হচ্ছে তাতে বাংলাদেশকে দারিদ্র পীড়িত, পশ্চাতপদ ও সাম্প্রদায়িক হিসাবে দেখাতে হবে। একই কথা বলতেন আরেকজন চলচ্চিত্রকার মরহুম আব্দুস সামাদ। বিক্রি হয়ে যাওয়া সুশীলগণ শুধু যে দেশের প্রতিটি অর্জনকে ভুল তথ্য এবং ত্রুটিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাকচ করে দেন তাই নয়, বরং তারা বিদেশী শক্তিগুলোর দাবার ঘুটি হিসাবে কাজ করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে যারা আমাদেরকে জাত্যাভিমান, আত্মবিশ্বাস, স্বজাত্যবোধে ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবেন তারা জনগণকে হীনমন্যতা, হতাশা, বিভক্তি ও নিজ দেশের মানুষের প্রতি জিঘাংসার দিকে ঠেলে দেন। দেশের প্রতিটি ত্রুস্তিলগ্নে তাদের প্রধান অংশটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার বদলে বিভক্ত করতে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকেন।

নিজ জাতিকে গর্ব করার ও স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা এবং জাতীয় উন্নতি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিষয়টি চক্রাকার। কোন দেশের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে সামাজিক শিক্ষিত ও অগ্রসর অংশ যদি নিজেদের জাতীয় পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে তাহলে সে দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। অপরদিকে জাতির উন্নতি না হলে জাতিকে নিয়ে গর্ব করাটাও কঠিন। বাংলাদেশ যদি মহাশূন্যে স্যাটেলাইট পাঠাতো, বিজ্ঞানে কোন বড় আবিষ্কার করতো কিংবা আমাদের সিনেমা যদি দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করতো তাহলে এমনিতেই আমরা দেশকে নিয়ে গর্ব করতাম। বিষয়টি অনেকটা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া মেধাবী সন্তানের মত। যত তার আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে যায় ততো সে পিছিয়ে পড়তে থাকে। ভালো ফলাফল করলে আত্মবিশ্বাস এমনিতেই গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ভালো পিতামাতা যা করেন, আমাদের তাই করতে হবে। ভালো পিতামাতা তাদের পিছিয়ে পড়া সন্তানকে আত্মবিশ্বাস অর্জনে সহায়তা করেন। তারা তার ছোট খাটো প্রতিটি ভালো দিককে সামনে তুলে ধরেন এবং তার দুর্বলতাগুলো আড়াল করে রাখেন। এভাবে সন্তানটি ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তার সাফল্য আসতে থাকে। এই সাফল্য তাকে আরও আত্মবিশ্বাসী ও প্রকারান্তরে আরও সফল করে তোলে। বাংলাদেশের সাথে আমাদেরকে দায়িত্বশীল পিতামাতার মত আচরণ করতে হবে। আমাদের অনেক সফলতা আছে, অনেক গৌরবের বিষয় আছে। সেগুলিকে সামনে আনতে হবে এবং পিছনে ফেলে দিতে হবে আমাদের ব্যর্থতা ও খারাপ দিকগুলিকে।

বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ড. মুহম্মদ ইউনূস জাতিকে একটি স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টার সাথে জড়িত হবার পর তিনি এদেশের জনগণের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য থাকবেন তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বাকি আছেন আল মাহমুদের মত কবি, কিংবা এমন সব রাজনীতিক যাদের পক্ষে জাতিসঙ্ঘ, বিদেশী রাষ্ট্র কিংবা ঋণদাতা সংস্থার নিকট বিক্রি হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রাজনীতিকদের যতই দোষ দেয়া হোক না কেন, তাদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু লোক রয়েছে যাদের গায়ে বাংলাদেশের কাঁদামাটির গন্ধ আছে। জাত্যাভিমান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে একদিকে জাতি যেমন তাদেরকে জয়মাল্য দিয়ে বরণ করে নেবে, তেমনি সমরূপ জনগোষ্ঠীর এ দেশটি খুব সহজেই জাপানের মত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে।